Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা আক্তার আলো

রোলঃ 23090121732

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা আক্তার আলো

রোলঃ 23090121732

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফরোজা আক্তার আলো, আইডিঃ 23090121732 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

আফরোজা আক্তার আলো

আইডিঃ 23090121732

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় 5

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট..5

সমস্যার বিবৃতি..5

গবেষণার উদ্দেশ্য 5

গবেষণার গুরুত্ব..6

গবেষণার সীমাবদ্ধতা..6

গবেষণার পদ্ধতি 6

দ্বিতীয় অধ্যায় 7

ইসলামি সংস্কৃতির স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব..7

ইসলামে পরিবারের সঙ্গা..14

পরিবারের ধরন : যৌথ পরিবার বনাম একক পরিবার 14

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন..15

পরিবারে অভিভাবকের ভূমিকা 16

পারিবারিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা..17

স্বামী - স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য 18

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য 20

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য 21

তৃতীয় অধ্যায় 22

পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারণা ও রীতিনীতি 22

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ..23

নারীবাদ (Feminism)..24

ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদারবাদ (Secularism & Liberalism) 26
গনতন্ত্র ও মানবাধিকার 27
যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা 28
পুঁজিবাদ ও আধুনিক প্রযুক্তি 29
খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব 30
পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবনধারা 31
চতুর্থ অধ্যায় 32
একক পরিবারের প্রবণতা বৃদ্ধি 32
নারীর পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকার পরিবর্তন 32
ধর্মীয় চেতনার প্রতি মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন 33
মূল্যবোধ ও রীতিনীতির পরিবর্তন 34
বিবাহ ও তালাকের হার বৃদ্ধি 35
সন্তান লালন-পালন ও মূল্যবোধের পরিবর্তন 35
প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব 36
ধর্মীয় অনুশাসনের শীথিলতা 37
পঞ্চম অধ্যায় 38
বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারে পশ্চিমা প্রভাব 38
মধ্যপ্রাচ্যের নগরভিত্তিক সমাজের পরিবর্তন 39
ইউরোপ-আমেরিকায় প্রবাসী মুসলিমদের পারিবারিক বাস্তবতা 40
সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও বিশ্লেষণ 42
বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ 43
ষষ্ঠ অধ্যায় 44
কুরআন ও হাদিসের আলোকে পরিবার গঠনের নির্দেশনা 44
ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও ইসলামি আদব-আখলাকের চর্চা 46

পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালীকরণে করণীয় 47

সপ্তম অধ্যায়... 49

গবেষণার সারমর্ম... 49

মূল অনুসন্ধান... 49

নীতিগত সুপারিশ... 49

ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা... 50

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তি, গনমাধ্যম ও বিশ্বায়নের
প্রভাবে পৃথিবী যেন এক "গ্লোবাল গ্রামে" পরিনত হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজেও পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। পশ্চিমা চিন্তা-ভাবনা,
জীবনধারা,পোশাক-পরিচ্ছদ, পারিবারিক সম্পর্ক সবখানেই এর প্রভাব ক্রমেই দৃশ্যমান হচ্ছে সেই সাথে পরিবর্তনও বাড়ছে।

অন্যদিকে, ইসলাম ভিত্তিক পারিবারিক কাঠামো হলো আল্লাহর নির্দেশে গঠিত এক ভারসাম্যপূর্ণ, দায়িত্বশীল ও নৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি। যেখানে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি, সম্মান,শ্রদ্ধা,দায়িত্ববোধ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু আজকের বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, এই কাঠামো বিভিন্ন দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখে পরেছে। দেখা যাচ্ছে বহু মুসলিম পরিবারে পারস্পরিক সম্মান,দায়িত্ববোধ,ধর্মীয় চেতনা ইত্যাদি আগের মতো দৃঢ় নেই। পশ্চিমা ভাবধারা অনুসরণের ফলে পরিবারে দ্বন্দ্ব, বিচ্ছেদ এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই এই গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হবে- পশ্চিমা সংস্কৃতি কীভাবে মুসলিম পরিবারের উপর প্রভাব ফেলছে এবং ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রতিকার কী হতে পারে।

সমস্যার বিবৃতি

পশ্চিমা সংস্কৃতির কুপ্রভাবে মুসলিম সমাজে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে,বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়ছে, পারিবারিক ও সামাজিক স্থানে নারী- পুরুষ এর ভূমিকা, দায়িত্ববোধের পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করছে দ্রুতগতিতে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের চিন্তা,আচরণ ও মূল্যবোধের পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে ইসলামি পারিবারিক কাঠামো তার আদর্শ স্থান থেকে সরে যাচ্ছে। এই সমস্যাটিকেই গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো -

১. মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর মৌলিক ধারণা, বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি তুলে ধরা।
২. পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও মূল দর্শন বিশ্লেষণ করা।
৩. পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলিম পরিবারের কাঠামো ও মূল্যবোধে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছে তা নির্ণয় করা এবং
৪. ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এর সমাধান বা প্রতিকার কী হতে পারে তা ব্যাখ্যা করা।

গবেষণার গুরুত্ব

এই গবেষণা শুধু তাত্ত্বিক নয়, বরং বাস্তব জীবনেও প্রাসঙ্গিক। কারণ সমাজের মূল ভিত্তিই হলো পরিবার। আর পরিবার ভেঙে গেলে সমাজও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই মুসলিম সমাজে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করায়, পরিবারের সুখ- শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখায় এই গবেষণা মূল্যবান অবদান রাখতে পারে ইন শা আল্লাহ!

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা টি প্রধানত ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে। তথ্যের পরিমাণ কিছু ক্ষেত্রে সীমিত হতে পারে। পশ্চিমা সংস্কৃতির সকল দিক বিশ্লেষণ করা হয়নি। কেবল পারিবারিক প্রভাবের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রধানত মাধ্যমিক উৎস যেমন - ইসলাম ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত বই, প্রবন্ধ,গবেষণাপত্র এবং অনলাইন তথ্যসূত্র বিশ্লেষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহিত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রতিকার নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি সংস্কৃতির স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামি শরীয়াহ'র আলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা হয়। মানুষের জীবনের সব কাজই ইসলামি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। যা মানবতার আদর্শ রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ (স.) এর পদাঙ্ক অনুসরণে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এটি শুধু ধর্মীয় আচারে সীমাবদ্ধ নয় বরং এমন এক জীবনব্যবস্থা, যা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও রাসূল (সা.) সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। ইসলামি সংস্কৃতির মূল উৎস হলো কুরআনুল কারীম ও সহিহ হাদিস।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"
(সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২১)

ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাওহীদের ভিত্তিতে গঠিত একক জীবনব্যবস্থা, যেখানে মানুষের প্রতিটি কর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এখানে পারিবারিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, শিক্ষা, রাজনীতি সব কিছুই নৈতিকতা ও আল্লাহভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

"নিশ্চয়ই এ কুরআন এমন পথে পরিচালিত করে যা সর্বাধিক সোজা।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭:৯)

সুতরাং ইসলামি সংস্কৃতির গুরুত্ব এই যে, এটি মুসলিমদের আত্মপরিচয় রক্ষা করে। নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচায় এবং পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে। মানুষকে নৈতিকতা

এবং তাক্বওয়াবান হতে শেখায়। যা দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে সুন্দর, সুষমামন্ডিত করে, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে।

ইসলামি সংস্কৃতির আরো কিছু বৈশিষ্ট্য

১. বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা
২. কুসংস্কারমুক্ত জীবনধারা
৩. মানবতাবোধ
৪. সৌন্দর্যবোধ
৫. উদারতা ও গতিশীল জীবনচেতনা

১. বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা

ইসলামি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হলো বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা। আল্লাহ তায়া'লা নিজে পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। পবিত্রতা বলতে বাহ্যিক বা দেহের এবং আত্মিক (অন্তর বা মনের) উভয় প্রকার পবিত্রতাকে বোঝায়। ইসলাম উভয় প্রকার পবিত্রতার উপর সমান গুরুত্বারোপ করে থাকে। ইবাদতের জন্য যেমন শরীর,পোশাক ও স্থান পবিত্র রাখা জরুরী ঠিক তেমনি অন্তরে থাকতে হবে বিশুদ্ধ তাওহীদ, সৎ নিয়ত ও আল্লাহভীতি।

কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন সেই সকল মানুষকে যারা বারবার তওবা করে এবং যারা নিজেদের পবিত্র রাখে।"
(সূরা আল-বাকারা,২:২২২)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক।"
(সহিহ মুসলিম, হাদিস ২২৩)

ইসলামি সংস্কৃতি মানুষের যে বিশেষ ধরনের মন ও মননশীলতা সৃষ্টি করে তা সব ধরনের কলুষতা পাপ-পংকিলতা, সংকীর্ণতা,হঠকারিতা,কপটতা, ধোঁকা-প্রতারণা,বাকধার্মিকতা, অশ্লীলতা,হিংসা-বিদ্বেষ,পরশ্রীকারতা,
নির্দয়তা,অমানবিকতা, অন্যায়-অবিচার,জুলুম, নির্যাতন, বেয়াদবি,পাপাচার,নোংরামি থেকে সম্পুর্ণ পূত-পবিত্র হওয়ার জন্য তাড়িত করে। অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা দেয়। এর অনুকূল আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। এই দ্বিমাত্রিক পবিত্রতাই মানুষকে নৈতিকতা,শালীনতা ও তাকওয়াবান হতে শেখায়।

২. কুসংস্কারমুক্ত জীবনধারা

সব ধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
কুসংস্কার অর্থ ভ্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাস, ভিত্তিহীন প্রথা ও এমন আচরণ যা কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী। এখানে কুসংস্কার বলতে সেসব কৃষ্টি, আচরণ, অভ্যাস, প্রথা, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে সিদ্ধ, সভ্যতা, পূণ্য ও ধর্মের অংশ মনে করা হয়, অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে তা সভ্যতা ও দ্বীনের আওতায় পড়ে না।

বস্তুত সেগুলো ইসলামি রীতিনীতি ও সভ্যতার পরিপন্থি বলেই বিবেচিত। হাদিসে এ জাতীয় বিষয়কেই মুহদাসাতুল উমুর (নব আবিষ্কৃত বিষয়াদি) বা বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলোর ওপর আমল করা গোমরাহি, যা ব্যক্তিকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

কুরআনে বলা হয়েছে :

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

“এটাই আমার সরল পথ; তোমরা এই পথ অনুসরণ করো এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, যাতে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত না হও।”
(সূরা আল-আনআ’আম ৬:১৫৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করে যা এর অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।” (সহিহ বুখারি ২৬৯৭; সহিহ মুসলিম ১৭১৮)

কুসংস্কার ও বিদআত সমাজে ভ্রান্ত চিন্তা, অন্যায় ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়। রাসুল (সা.) সমগ্র উম্মতকে সব ধরনের কুসংস্কার ও বিদাতকে পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর ও সাহাবিদের সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এতেই রয়েছে চিরকল্যাণ ও শান্তি। মূলত সুষ্ঠু ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে কুসংস্কারের মূলোৎপাটন আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব হলো কুসংস্কার বা বিদাতকে কোনোরূপ প্রশ্রয় না দেয়া।

ইসলামি সংস্কৃতি মানুষ কে আহবান করে যেন- তারা শুধুমাত্র কুরআন ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ অনুসারে জীবন গড়ে তোলে। তবেই সমাজে শান্তি, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. মানবতাবোধ

ইসলামি সংস্কৃতির আরেক অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো মানবতাবোধ। মু’মিনের জীবনবোধ মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ। মানবতাবোধ মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ; বরং এটিই মানুষের শ্রেষ্ঠতম মানবিক গুণ। মানবতাবোধ অর্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতি, দুঃখে কষ্টে অংশগ্রহণ, অন্যের কল্যাণ কামনা, ন্যায়-ইনসাফ বজায় রাখা এবং মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করা।

এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের উপকারে তৎপর হয়, অন্যের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হয় এবং তার কষ্ট দূর করার চেষ্টা করে। ইসলামি সংস্কৃতি এই মানবতাবোধকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে নির্দেশনা দেয়। যাতে সমাজে দয়া, মমতা, ন্যায় ও ত্যাগের চেতনা জাগ্রত হয়।

কুরআনে আল্লাহ তায়া’লা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“আমি অবশ্যই আদম সন্তানকে মর্যাদাবান করেছি।”
(সূরা ইসরা ১৭:৭০)

এই আয়াত মানুষকে তার প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেয়। সব মানুষই আল্লাহর সৃষ্টির মর্যাদায় সমান।

আল্লাহ তায়া’লা বলেন,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"তারা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অপরকে অগ্রাধিকার দেয়।"
সূরা হাশর (৫৯:৯)

এ আয়াত প্রকৃত মানবতাবোধের নিদর্শন। নিজের চাহিদার চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া।

এছাড়াও রাসূল (সা.) বলেছেন,

"তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তা তার ভাইয়ের জন্যও ভালোবাসে।"
(সহিহ বুখারি ১৩; সহিহ মুসলিম ৪৫)

মানবতাবোধের মূলেই আছে এই পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি।

সাংস্কৃতিক এই বোধ ও বাস্তবতার অভাবেই মানুষ অন্যের অধিকার হরণ করে, অন্যায় করে, দয়া ও মমতা হারায়। ফলে সমাজে অমানবিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও বিভেদ জন্ম নেয়।
ইসলামি সংস্কৃতি এই অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্ত করে, তাকে আল্লাহভীতিপূর্ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও মানবিক হতে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. সৌন্দর্যবোধ

ইসলাম দিয়েছে এক অনুপম আদর্শ সংস্কৃতি। তাওহীদি ঈমান এর উজ্জীবনী শক্তি, আর আত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতা এর প্রাণ। ইসলামি সংস্কৃতির এই অন্তর্গত সৌন্দর্যই এর ব্যবহারিক ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের উৎস।

ইসলামে সৌন্দর্য কোনো বিলাসিতা নয়; বরং এটি আল্লাহর প্রিয় একটি গুণ। ইসলাম মানুষকে শেখায় বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি অন্তরের পরিশুদ্ধতা, কর্মের শুদ্ধতা ও আচরণের সৌন্দর্যই আসল।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

"সফল সেই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।"
(সূরা আশ-শামস ৯১:৯)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় , প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত থাকে আত্মার বিশুদ্ধতায়, পাপ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার মধ্যেই মানুষের সৌন্দর্য।

রাসূল (সা.) বলেছেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন।"
(সহিহ মুসলিম, হাদিস ৯১)

তিনি আরও বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তাকান তোমাদের অন্তর ও কাজের দিকে।"
(সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৫৬৪)

এই হাদিসগুলোতে স্পষ্ট যে ইসলামি সৌন্দর্যবোধ বাহ্যিক সাজসজ্জা বা শিল্পরুচিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্তরের তাকওয়া, সততা,বিনয় ও নৈতিকতারই এর প্রকৃত রূপ।

পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের পর "Art for art's sake" বা "শিল্প শুধু শিল্পের জন্য" এই ধারণা মানুষের জীবন থেকে উদ্দেশ্যবোধ ও নৈতিকতা কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু ইসলামি সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত; এখানে প্রতিটি শিল্প, প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবকল্যাণ।

অতএব ইসলামি সৌন্দর্যবোধ হলো, বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অন্তর্গত পবিত্রতার সুষম সমন্বয়। যা মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে এবং সমাজে নৈতিকতা, শালীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

৫. উদারতা ও গতিশীল জীবনচেতনা

ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি এক স্বচ্ছ, উদার ও গতিশীল জীবনচেতনার প্রাণবন্ত বহিঃপ্রকাশ। ইসলামি সংস্কৃতি এমন একটি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত, যার মূল ভিত্তি হলো আল্লাহভীতিপূর্ণ সদাচার। ইসলামে বর্ণ, পেশা, পদ, রক্ত, গোত্র, সম্পদ ইত্যাদির দ্বারা সামাজিক বা মানবিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় না,বরং তাকওয়া বা আল্লাহভীতিই সেখানে মর্যাদার মাপকাঠি। কুরআন ও হাদিসের বহু স্থানে এই কথার প্রতিধ্বনি হয়েছে বারবার।

যেমন কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সে-ই, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।”
(সূরা হুজুরাত, ৪৯:১৩)

বিদায় হজের ঐতিহাসিক বাণীতে রাসুল (সা.) বলেছেন,

‘হে মানুষ সকল, জেনে রেখ! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন। অতএব, কোনো অনারবের ওপর আরবের এবং কোনো আরবের ওপর অনারবের প্রাধান্য নেই। অনুরূপভাবে কালো বর্ণের ওপরে সাদা বর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং সাদা বর্ণের ওপর কালো বর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয় শুধু তাকওয়ার মাধ্যমে।’
(মুসনাদে আহমদ : ২২৩৯৯)।

কোনো অঞ্চলিক, জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়; ইসলামি সংস্কৃতি; বরং তা হচ্ছে সার্বজনীন মানবীয় সংস্কৃতি। যা প্রত্যেক জাতি,ভাষা ও সমাজের মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে একত্র করে।

ইসলামে পরিবারের সঙ্গা

ইসলামে পরিবার বলতে মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য নিকটাত্মায়ীদের নিয়ে গঠিত একটি জনসমষ্টিকে বোঝানো হয়। যা ইসলামি ভাবধারা,নীতিমালা ও বিধি-বিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার শুধু সমাজের মূলভিত্তিই নয়, বরং এমন এক পবিত্র বন্ধন যা পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্মান-শ্রদ্ধা,
দায়িত্ববোধ এবং আল্লাহভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আর-রূম, ৩০:২১)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলামে পরিবারের মূলভিত্তি হলো মাওয়াদ্দাহ (ভালোবাসা) ও রহমাহ (দয়া) পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র প্রজনন নয় বরং নৈতিকতা, সহযোগিতা ও মানসিক প্রশান্তি অর্জন।

পরিবারের ধরন : যৌথ পরিবার বনাম একক পরিবার

যৌথ পরিবারে পরিবারের সব সদস্যরা একত্রে বসবাস করেন। এতে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। পারস্পরিক সহায়তা বাড়ে। একে অপরের দায়িত্ব গুলো ভাগ করে নেওয়া যায় এবং পারিবারিক একতা, সহমর্মিতা, সামাজিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের সুবিধা হয়। তবে অনেক সময় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। গায়রে মাহরাম সদস্য থাকলে পরিবারের নারীদের পর্দা মেনে চলা কঠিন হয়। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও স্বাধীনতা কম থাকে।

একক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানরা আলাদা বসবাস করে। একক পরিবারে প্রশান্তি এবং স্বাধীনতা বেশি পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা সহজ হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর ও দৃঢ় হয়। তবে অনেক সময় একাকিত্ব ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে। পারিবারিক বন্ধন কিছুটা শিথিল হতে পারে।

ইসলাম প্রধানত ভারসাম্যের শিক্ষা দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, " তোমাদের মধ্যে সর্বত্তোম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের নিকট সর্বত্তোম।"
(তিরমিজি, হাদিস: ৩৮৯৫)

যেহেতু ইসলামে পরিবারের কোনো কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে উভয় পরিবার ব্যবস্থাই গ্রহণযোগ্য যদি তা

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন

পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথমে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাঁর পাজর থেকে জুড়ি হিসেবে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেন। তাঁদের উভয়ের দাম্পত্য
জীবনের মাধ্যমে পৃথিবীতে পরিবারের সূচনা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَّنِسَاءً,
"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ১)।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا
"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি
করেছি এক পুরুষ এবং নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গ্রোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার..।" (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৩)।

আর এভাবেই মানুষের সামাজিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়। মানুষ সকল যুগ ও কালে কোন না কোনভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীন কাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের

প্রথম ক্ষেত্র বা স্তর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর আদি সংস্থা। Family and Marriage গ্রন্থে বলা হয়েছে,

One of the oldest among human institutions, the family, is also the most resilient.

মানব জীবনের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। ব্যক্তি পরিবারের একটা অংশ। আর পরিবার সমাজের অংশ ও ভিত্তিপ্রস্তর। সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না, তেমনি পরিবার ছাড়া সমাজও অকল্পনীয়। পরিবার ঠিক হলে ব্যক্তি ঠিক হয়ে যায়। আর ব্যক্তি ঠিক হয়ে গেলে পরিবার ও সমাজ উভয়ই ঠিক হয়ে যায়। সুখে-সমৃদ্ধিতে গড়ে ওঠে সর্বাঙ্গীন সুন্দর এক সমাজ কাঠামো। এজন্য ইসলাম পারিবারিক জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে এবং কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধানের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে পরিবার।

পরিবারে অভিভাবকের ভূমিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি এবং এমন এক পবিত্র বন্ধন যা পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্মান-শ্রদ্ধা,দায়িত্ববোধ এবং আল্লাহ ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামে পরিবার একটি দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যার নেতৃত্ব ও নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভিভাবকের উপর। অভিভাবক বলতে পিতা,মাতা বা পরিবারের সেই ব্যক্তি কে বোঝানো হয় যিনি পরিবার পরিচালনা ও দিকনির্দেশনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ

অর্থ: "পুরুষগণ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।" (সূরা আন-নিসা, ৪:৩৪)

এখানে 'ক্বওয়্যামাহ' অর্থাৎ 'অভিভাবকত্ব' মানে কর্তৃত্ব নয়, বরং দায়িত্ব। অভিভাবক পরিবারে শুধু নিজের কর্তৃত্ব চর্চা করবে না বরং নিজ দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করবে। পরিবারের হক্ব আদায় করবে। পিতা-মাতা উভয়ই পরিবারের দায়িত্ব পালন করেন,নেতৃত্ব দেন। একজন আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে অন্যজন স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা,যত্ন ও শিক্ষার দিক থেকে।

রাসূল (সা.) বলেছেন,

"তোমাদের প্রত্যেকে একজন রক্ষণাবেক্ষক এবং প্রত্যেকে তার অধীনস্ত দের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।"
(সহিহ বুখারী, হাদিস: ৮৯৩ ; সহিহ মুসলিম হাদিস: ১৮২৯)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, পরিবারে অভিভাবকের ভূমিকা শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন নয় বরং সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া, উন্নত চরিত্রে গড়ে তোলা ও নৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করাও তার দায়িত্ব।

পারিবারিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

ইসলামি পারিবারিক কাঠামোর নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা। পরিবার হলো নৈতিকতার প্রথম শিক্ষালয়। যেখানে ভালোবাসা,সহানুভূতি, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারিতা ও ধৈর্যের চর্চা হয়।

কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَالۡاِحۡسَانِ وَاِیۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی وَیَنۡهٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ وَالۡبَغۡیِ ۚ یَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ ◌

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০)

এছাড়াও রাসূল (সা.) বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র সর্বোত্তম।" (সহিহ বুখারী, হাদিস: ৬০২৯)

পরিবারে যদি ইসলামি নৈতিকতা চর্চা হয় তাহলে পরিবার - সমাজ উভয় স্থানে শান্তি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য কুরআন হাদিসের শিক্ষা, সালাত, সৎ আচরণ এবং আল্লাহভীতি অপরিহার্য।

স্বামী - স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভালোবাসা প্রয়োজন। তাদের সম্পর্ক যত উত্তম ও মধুর হবে, দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তি তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।
সুখী সংসার ও পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই বিশেষ করণীয় আছে। কিন্তু পরিবারের দায়িত্বশীল হিসেবে এ ক্ষেত্রে স্বামীর দায়িত্ব বেশি। একটি সুখী পরিবার গড়তে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো -

উত্তম ব্যবহার করা। কেননা সে তার কাছের মানুষ দের ছেড়ে শুধু স্বামীর কাছে আসে।
স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করা, তার সাথে একান্তে সময় কাটানো, তার মনের কথা জানা, বোঝা। তার কোনো শখ বা চাহিদা থাকলে তা জেনে নিয়ে পূরণ করা জরুরী। পারিবারে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, স্ত্রীর মানসিক প্রশান্তি ও সম্মান রক্ষা করা, গোপনীয়তা রক্ষা করা।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَحِلُّ لَـكُمۡ اَنۡ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرۡهًا‌ ؕ وَلَا تَعۡضُلُوۡهُنَّ لِتَذۡهَبُوۡا بِبَعۡضِ مَاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ اِلَّاۤ اَنۡ يَّاۡتِيۡنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ‌ ۚ وَعَاشِرُوۡهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ‌ ۚ فَاِنۡ كَرِهۡتُمُوۡهُنَّ فَعَسٰۤى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡـًٔـا وَّيَجۡعَلَ اللّٰهُ فِيۡهِ خَيۡرًا كَثِيۡرًا

হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের মালিক বনে বসবে। আর তাদেরকে এই উদ্দেশ্যে অবরুদ্ধ করে রেখ না যে, তোমরা তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছ তার কিয়দংশ আত্মসাৎ করবে, অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, তবে ভিন্ন কথা। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা কোনও জিনিসকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।
(সূরা আন-নিসা,৪:১৯)

রাসূল (সা.) বলেছেন,

" তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। "

সুলায়মান ইবনু আমর ইবনুল আহওয়াছ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বললেন,

'শোনো! আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি। তারা তোমাদের নিকট বন্দির মতো যুক্ত। তাদের উপর তোমাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই, যদি না তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়ে। যদি তারা তাই করে তাহলে তোমরা তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং একান্ত প্রয়োজন হলে হালকাভাবে আঘাত করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের প্রতি বাড়াবাড়ির পথ অন্বেষণ করো না। জেনে রেখো! তোমাদের যেরূপ অধিকার রয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের উপর, তোমাদের স্ত্রীদেরও তদ্রূপ অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর (কাজেই উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার আদায় করা কর্তব্য)'।
(সূরা আল-বাকারা, ২:২২৮)

সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীরও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এখানে তেমনই কয়েকটি দায়িত্বের কথা তুলে ধরা হলো -

এক. যথাযথ সম্মান : রাসুল (সা.) বলেছেন,

'আমি যদি (আল্লাহ ছাড়া) অন্য কাউকে সিজদা করার হুকুম দিতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার হুকুম দিতাম।' (তিরমিজি: ১১৫৯)

একজন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও সম্মান দেওয়ার জন্য এ হাদিসটাই যথেষ্ট।

দুই. আদেশ পালন: স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক। তার বৈধ আদেশ পালন করা ওয়াজিব। স্বামীর আদেশ পালনে সওয়াব রয়েছে। তার আদেশ অমান্য করা গুনাহ।

রাসুল (সা.) বলেছেন,

'স্বামী যখন তার প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকে, সে যেন অবশ্যই তার কাছে আসে, যদিও সে রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত থাকুক।' (তিরমিজি: ১১৬০)

তিন. চরিত্রের সুরক্ষা করা: রাসুল (সা.) বলেন,

'কোনো নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজানের রোজা রাখে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে তাকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।' (মুসনাদে আহমদ: **১৬৬১**)

বৈধ কাজে স্বামীর আনুগত্য করা, তাকে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা, তার প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া, তার সম্মান রক্ষা করা, তার অনুমতি ব্যতীত বাহিরে বের না হওয়া, সংসারের দেখাশোনা করা, স্বামীর সম্পদ হিফাযত করা এবং ইসলামি আদর্শে সন্তান প্রতিপালন করাও স্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবারে সন্তান হলো আল্লাহর দেওয়া এক বিশেষ আমানত। নেক সন্তান আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত গুলোর একটি। ইসলামে পিতা-মাতার উপর সন্তানের শিক্ষা, নৈতিকতা ও ঈমানের ভিত্তি স্থাপনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক্ব হলো তারা সন্তান কে দ্বীন শিক্ষা দিবে। আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর দেখানো পথে পরিচালিত করবে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَاَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا وَّقُوۡدُهَا النَّاسُ
وَالۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ

"হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোন হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।"
(সূরা আত তাহরীম, ৬৬:৬)

পিতা-মাতার উচিত সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশের জন্য সঠিক পরিবেশ তৈরি করা। এর মধ্যে রয়েছে - সন্তানের সুন্দর অর্থবহ ইসলামি নাম রাখা। সঠিকভাবে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া। সন্তানদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন ঘটানো। সন্তানদের রিযিক হালাল উপায়ে উপার্জন করা। এবং তাদের প্রতি দয়া,মায়া,মমতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "কোনো পিতা তার সন্তানের জন্য উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভালো কিছু দান করতে পারে না।" (তিরমিজি, হাদিস:১৯৫২)

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআনে অনেক জায়গায় আল্লাহর আনুগত্যের পরপরই পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য, সম্মান প্রদর্শন করা ও তাদের সেবাযত্ন করার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا‌ ؕ اِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِيۡمًا

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:২৩)

রাসূল (সা.) বলেছেন,

" আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে।" (তিরমিজি, হাদিস: ১৮৯৯)

অতএব, সন্তানদের কর্তব্য হলো শরীয়াহ সম্মত কাজ বা আদেশে আনুগত্য করা। তাদের কথায় শ্রদ্ধা দেখানো। সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। বার্ধক্যে উপনীত হলে কিংবা অসুস্থ হলে তাদের সেবাযত্ন করা। তাদের জন্য দু'আ করা এবং তাদের ইন্তেকালের পরেও তাদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ, ইস্তিগফার করা।

উপসংহার

ইসলামি পারিবারিক কাঠামো এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেক সদস্যের রয়েছে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও অধিকার। এর ভিত্তি হলো তাওহীদ, নৈতিকতা ও পারস্পরিক ভালোবাসা। ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধ শুধু একটি পরিবার নয়, পুরো সমাজকেই আলোকিত করে।

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারণা ও রীতিনীতি

পশ্চিমা সংস্কৃতি (Western Culture) বলতে সাধারণত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার জনগোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনধারার সমষ্টিকে বোঝানো হয়। এর উৎপত্তি প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতার দর্শন, খ্রিষ্টীয় ধর্মনীতি, এবং পরবর্তীতে রেনেসাঁ ও আলোকায়ন (Enlightenment) আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

রেনেসাঁ-পরবর্তী পশ্চিমা সমাজে মানুষ নিজেকে “বিশ্বের কেন্দ্র” হিসেবে দেখতে শুরু করে। ধর্মীয় নির্দেশনা থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞান, যুক্তি ও মানবাধিকারভিত্তিক জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলে। এর ফলে পশ্চিমা সংস্কৃতি আধুনিক সভ্যতার প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে।

পশ্চিমা সংস্কৃতির মূল রীতিনীতি হলো :

১. ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা।
২. ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা।
৩. বস্তুবাদী সুখ ও প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাপন।
৪. সমাজে সমতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রচার।

ইসলাম এই পশ্চিমা সংস্কৃতির কিছু দিককে গ্রহণযোগ্য মনে করে (যেমন—বিজ্ঞান, শিক্ষা, ন্যায়বিচার)। তবে বস্তুবাদ ও ধর্মহীনতার দিকগুলোকে কঠোরভাবে নিন্দা করে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

اِنَّ الَّذِيۡنَ لَا يَرۡجُوۡنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوۡا بِالۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَاطۡمَاَنُّوۡا بِهَا وَالَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوۡنَ

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞

নিশ্চয়ই যারা (আখিরাতে) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন- নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (সূরা ইউনূস, ১০:৭-৮)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হল এক ধরনের নৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক দর্শন, আদর্শ বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি যাতে ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধকে বেশি জোর দেওয়া দেয়। স্বতন্ত্রবাদীরা নিজের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষার অনুশীলনকে উৎসাহ দেয় এবং স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতাকে মূল্য দেয়।নিজের স্বার্থের উপর বাহ্যিক অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে ব্যক্তিস্বার্থগুলিকে প্রাধান্য দেয়।রাষ্ট্র বা সামাজিক গোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য অর্জন করা উচিত বলে সমাজ বা সরকার। স্বতন্ত্রবাদ প্রায়শই সর্বগ্রাসীবাদ, সমষ্টিবাদ এবং তথাকথিত সমকালীন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে সংজ্ঞায়িত হয়।
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করে এবং সেই উদ্দেশ্যেই শুরু হয় "ব্যক্তির মুক্তির সংগ্রামের ক্ষেত্রে মানব ব্যক্তির প্রাথমিক গুরুত্ব- এর মৌলিক ভিত্তি ।"

অর্থাৎ এর মূল ধারণা হলো—প্রত্যেক মানুষ নিজের জীবনের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা। তাই তার সিদ্ধান্ত, চিন্তা ও স্বাধীনতা অন্যের হস্তক্ষেপ ছাড়া থাকা উচিত।

যদিও এটি মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহ দেয়, কিন্তু ইসলাম বলে- মানুষ স্বাধীন হলেও সে আল্লাহর প্রতি দায়বদ্ধ। স্বাধীনতা মানে সীমাহীনতা নয়; বরং দায়িত্বের সঙ্গে ভারসাম্য।

আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞

আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।

(সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)

অর্থাৎ, ইসলামে স্বাধীনতা আল্লাহর আনুগত্যের ভেতরে; পশ্চিমে তা আল্লাহকে অস্বীকার করে। এটাই হলো পশ্চিমা ও ইসলামি সংস্কৃতির মূল পার্থক্য।

নারীবাদ (Feminism)

'নারীবাদ' বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত একটি আন্দোলন যা নারীর ক্ষমতায়ন, ভোটদানের অধিকার এবং নারী পুরুষ সমান এই দাবী থেকে শুরু হয়। কালের পরিক্রমায় অনেক নারীবাদী আন্দোলন এবং আদর্শ তৈরী হয়েছে যেগুলোর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং লক্ষ্য উপস্থাপন করে। এর মাঝে কতগুলো ধারা সমালোচিত হয়েছে যেমন, নাগরিক অধিকার আন্দোলন বা বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন যেগুলোকে বলা হয় যে, এগুলো শুধু সাদাদের, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথা তুলে ধরে। এই সমালোচনা থেকে পরবর্তীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কেন্দ্রীক নারীবাদের সূচনা হয় যার মাঝে কালো নারীবাদ এবং ইন্টারসেকশনাল নারীবাদ অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিমা সমাজে মধ্যযুগে নারীরা ছিল অবদমিত, চার্চ ও সমাজ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। ১৮শ শতাব্দীর নারীবাদী আন্দোলন সেই অবস্থা পরিবর্তন করে। এর মাধ্যমে নারীরা শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও রাজনীতিতে অধিকার পায়।

তবে সময়ের সঙ্গে নারীবাদ চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে রূপ নেয়—যেখানে পারিবারিক বন্ধন ও মাতৃত্বকে "বাধা" হিসেবে দেখা হয়। এই চিন্তাধারা ইসলামি পারিবারিক কাঠামোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ইসলামে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে নারীর প্রতি ন্যায়, স্নেহ, সম্মান ও উত্তম ব্যবহারের উপর স্পষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।"
(সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩)

আল্লাহ নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান মর্যাদার অধিকারী করেছেন; জাতি, লিঙ্গ বা বংশের কারণে কেউ কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় — শ্রেষ্ঠ সেই, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।
অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"স্ত্রীর যেমন স্বামীর ওপর অধিকার আছে, স্বামীরও স্ত্রীর ওপর তেমন অধিকার আছে।"
(সূরা আল-বাকারা, ২:২২৮)

ইসলামি শরিয়াহ নারী পুরুষ এর মধ্যে দায়িত্ব ও অধিকারের ভারসাম্য স্থাপন করেছে।

আল্লাহ আরোও বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।"
(সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৯)

আল্লাহ তায়া'লা স্বামীদের আদেশ দিয়েছেন স্ত্রীদের প্রতি ন্যায়, দয়া ও সম্মান দেখাতে।

হাদিসে বর্ণিত আছে- রাসূল (সা.) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি দুইটি কন্যা সন্তানকে ভালোভাবে লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সঙ্গে থাকবে এভাবে (আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখালেন)।"
(মুসলিম, হাদীস: ২৬৩১)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে জিজ্ঞেস করল

"আমার সর্বাধিক সদ্ব্যবহার কার প্রতি করা উচিত?"
নবী (সা.) বললেন, "তোমার মায়ের প্রতি।"
সে আবার জিজ্ঞেস করল, "তারপর কার?"
তিনি বললেন, "তোমার মায়ের প্রতি।"
তৃতীয়বারও একই উত্তর দেন। চতুর্থবার বললেন, "তারপর তোমার পিতার প্রতি।"
(বুখারি ও মুসলিম)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় ইসলাম একজন নারী কে একজন 'মা' কে কত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে।

ইসলাম নারীর প্রতি কখনো জুলুম করেনি,করেনা বরং নারী কে করেছে সম্মানিত ও সুরক্ষিত। ইসলাম নারী ও পুরুষ কে প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। একে অপরের সহযোগী করেছে। প্রতিদ্বন্দী নয়। ইসলাম নারীর স্বাধীনতাকে সীমাহীন নয়, বরং মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত করেছে; যেন পরিবার ও সমাজের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদারবাদ (Secularism & Liberalism)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) বলতে বোঝায় পার্থিব,ইহজগতিক, ধর্মহীনতা। রাষ্ট্র আর ধর্মকে পৃথকরূপে প্রকাশ করা । কিছু নির্দিষ্ট প্রথা বা প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে থেকে পরিচালনা করাকে বোঝানো হয়। এক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে।ধর্মনিরপেক্ষ বলতে মূলত বোঝানো হয়ে থাকে যে রাষ্ট্র কোনো ধর্মকেই পক্ষপাত করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে না। ধর্মনরপেক্ষতাবাদ সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে যাতে বলা হয় মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তগুলো, বিশেষত রাজনীতিক সিদ্ধান্তগুলো, তথ্য এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করবে, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নয়। অর্থাৎ বলা যায়, “ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার”। ধর্মের দিক দিয়ে গণতন্ত্র’, ‘সমাজতন্ত্র’ ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক। তবে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 'ধর্মীয় সমন্বয়বাদ' আর সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'ধর্মহীনতা'

রাজনৈতিক ব্যবহারের দিক থেকে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে পৃথক করার আন্দোলন, যাতে ধর্মভিত্তিক আইনের বদলে সাধারণ আইনজারি এবং সকল প্রকার ধর্মীয় ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রকৃতপক্ষে সেকুলারিজম অর্থে উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যবহার করা হয় না। উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচলিত ধারণা হল, নাগরিকদের ধর্ম থাকবে তবে রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা এসেছে ইউরোপের ধর্মীয় সংঘাত ও চার্চের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তির প্রয়াসে। এর মূলনীতি হলো ধর্ম রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পৃথক থাকবে।

উদারবাদ (Liberalism) এই ধারণা কে আরও প্রসারিত করে মানুষ যা চায় তাই করতে স্বাধীন। যদি তা অন্যের ক্ষতি না করে।

কিন্তু ইসলামে ধর্ম ও জীবনের বিভাজন নেই। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।
আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَنُسُکِیۡ وَمَحۡیَایَ وَمَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ

বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী ও আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। (সূরা আনআম, ৬:১৬২)

ইসলাম মানুষ কে স্বাধীনতা দেয় কিন্তু তা আল্লাহর হুকুমে তার অধীনে। কারণ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোনো ন্যায়ের মানদণ্ড স্থায়ী হতে পারে না।

গনতন্ত্র ও মানবাধিকার

গনতন্ত্র ও মানবাধিকারের মধ্যে সম্পর্ক রাজনৈতিক তাত্ত্বিকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টির একটি অংশ হল যে "গণতন্ত্র" এবং "মানবাধিকার" উভয়ই বিতর্কিত ধারণা যার সঠিক সংজ্ঞা এবং পরিধি চলমান বিতর্কের বিষয়। মতামতের মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মানবাধিকার, গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় মানবাধিকার এবং উভয় ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সমর্থন।

পশ্চিমা সভ্যতায় গনতন্ত্র হলো জনগণ দ্বারা শাসন ব্যবস্থা। এর মূল সূত্র মানুষই আইনের উৎস। অন্যদিকে ইসলামে আইনের উৎস একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।" (সূরা মায়িদা, ৫ঃ৪৪)

তবে ইসলাম পরামর্শভিত্তিক শাসন (শূরা) ও জনগণের অংশগ্রহণ কে উৎসাহ দেয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত আল্লাহর সীমারেখার মধ্যে নিতে হবে। মানবাধিকারের ক্ষেত্রেও ইসলাম পথপ্রদর্শক।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ

"হে মানুষ তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।
"
(সূরা নিসা, ৪:১)

শাসনব্যবস্থা ও মানুষের মর্যাদা আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের বানানো নয়।

যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা

যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা হলো পর্যবেক্ষণ, অনুমান ও প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি। যুক্তিবিদ্যা একটি পদ্ধতিগত বিজ্ঞান যা বৈধ অনুমান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা হলো কৌতূহল, প্রমাণ ও পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে চারপাশের জগৎ সম্পর্কে জানতে চাওয়া। এই দুটি পদ্ধতিই জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য, যেখানে যুক্তিবিদ্যা বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে সঠিক পথে চালিত করে।

রেনেসাঁ ও আলোকায়নের যুগে ইউরোপে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের উত্থান ঘটে। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে, প্রমাণ ও যুক্তিই সত্যের একমাত্র উৎস। এর ফলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে "অবৈজ্ঞানিক" বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ইসলাম যুক্তি ও বিজ্ঞানকে কখনো অস্বীকার করেনি, বরং উৎসাহ দিয়েছে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
"তারা কি চিন্তা করে না আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে?"
(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯১)

তবে ইসলাম বলে জ্ঞান যেন মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়, অহংকারের দিকে নয়।

রাসূল (সা.) দু'আ করতেন,

"হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এমন জ্ঞান চাই যা উপকারী।"
(ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩৮৪১)

পুঁজিবাদ ও আধুনিক প্রযুক্তি

পুঁজিবাদ (Capitalism) ও আধুনিক প্রযুক্তি পশ্চিমা অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এর মূল দর্শন হলো,

১.ব্যক্তিগত সম্পদ ও মালিকানার স্বাধীনতা,
২.বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিযোগিতা

এটি আধুনিক সমাজে দ্রুত উন্নতি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এনেছে। উদাহরণস্বরূপ—স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, শিল্প, প্রযুক্তি, শিক্ষার উন্নতি।

কিন্তু একই সঙ্গে এর কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে:

১. লোভ ও মন্দ আচরণ বৃদ্ধি – সম্পদের জন্য মানুষের মধ্যে লোভ ও স্বার্থপরতা বেড়ে যায়।

২. সামাজিক বৈষম্য – ধনবান ও গরিবের মধ্যে ফারাক অনেক বেড়ে যায়।

৩. মানবিক মূল্যবোধে ক্ষতি – কিছু মানুষ শুধুমাত্র ধন ও সুবিধার পিছনে ছুটে নৈতিক মূল্যবোধ হারায়।

কুরআন ও হাদিসে সম্পদ ও অর্থের ব্যবহার নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা আছে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

مَالُكُم وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

" তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষা।"

(সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪:১৫)

ইসলাম শেখায়, অর্থ উপার্জন করা উচিত হালাল ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে। অন্যায় বা প্রতারণার মাধ্যমে নয়। যাকাত ও দান-সদকার মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থের ভারসাম্য আনতে সাহায্য করে।

ইসলাম শেখায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক কার্যক্রমে সততা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে।

সমাজের কল্যাণে যেমন - শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ সহজ করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।

কিন্তু যদি প্রযুক্তি শুধু ব্যক্তিগত সম্পদ ও ক্ষমতার জন্য ব্যবহৃত হয়, তা আধুনিক "পুঁজিবাদের" মতো হয়ে যেতে পারে।

খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব

খ্রিষ্টধর্ম পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি গঠন করেছিল। কিন্তু চার্চ যখন জ্ঞান ও রাজনীতির ওপর অযথা প্রভাব বিস্তার করে, তখন মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়। এরই ফল হলো রেনেসাঁ ও সেকুলারিজমের জন্ম।

ইতিহাসবিদ কারেন আর্মস্ট্রং লিখেছেন—

"পশ্চিমা সমাজের ধর্মবিমুখতা আসলে ধর্মীয় কর্তৃত্বের অপব্যবহারের ফল।"

ইসলামে এমন কোনো পুরোহিতশ্রেণি নেই; প্রত্যেক মুসলিম সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তাই ইসলাম কখনো জ্ঞানের শত্রু হয়নি, বরং ভারসাম্যের পথ দেখায়।

ইসলাম পশ্চিমা সভ্যতার উপকারী দিক গ্রহণ করতে নিষেধ করে না কিন্তু এর ধর্মবিমুখ ও বস্তুবাদী দিক থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।

পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবনধারা

পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ ও পেশাভিত্তিক। এই শিক্ষার লক্ষ্য মূলত দুনিয়াবি সাফল্য। ফলে এর প্রভাবে নৈতিকতা, আত্মিকতা ও ঈমান দুর্বল হয়ে যায়।

ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন কে উৎসাহ দেয়। সেই জ্ঞানকে যা উপকারী এবং যা মানুষকে আল্লাহভীতির দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহর নিকটবর্তী করে। এমন জ্ঞান নয় যা মানুষকে আল্লাহর থেকে দূরে নিয়ে যায় ঈমান, আমল কেড়ে নেয় এবং মানুষ কে অহংকারী বানায়।

হাদিসে বর্নিত আছে,
"যে জ্ঞান আল্লাহভীতির দিকে পরিচালিত করে না, তা উপকারী নয়।"
(ইবনে মাজাহ, হাদিস:৩৮৪১)

পশ্চিমা জীবনধারায় স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা ও ভোগবাদের প্রতি ঝোঁক বেশি। ইসলামী দৃষ্টিতে এটাই মানুষের আধ্যাত্মিক শূন্যতার প্রধান কারণ।

অস্বীকার করা যায় না পশ্চিমা সংস্কৃতি মানব সভ্যতার অনেক দিকেই অবদান রেখেছে। যেমন শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবাধিকারের ধারণা। কিন্তু একই সঙ্গে এটি মানুষকে ধর্ম, নৈতিকতা ও পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী দৃষ্টিতে প্রকৃত উন্নতি হলো বস্তুগত অগ্রগতি ও আত্মিক উন্নতির ভারসাম্য।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

আল্লাহ তোমাকে যা-কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখেরাতের নিবাস লাভের চেষ্টা কর এবং দুনিয়া হতেও নিজ হিস্যা অগ্রাহ্য করো না। আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও (অন্যদের প্রতি) অনুগ্রহ কর। আর পৃথিবীতে ফাসাদ বিস্তারের চেষ্টা করো না। জেনে রেখ, আল্লাহ ফাসাদ বিস্তারকারীদের পছন্দ করেন না।

(সূরা আল-কাসাস, ২৮:৭৭)

চতুর্থ অধ্যায়

একক পরিবারের প্রবণতা বৃদ্ধি

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে পরিবারের প্রধান একক হলো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি (স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান)। পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে আধুনিক মুসলিম সমাজেও শহর কেন্দ্রিকতা ও অর্থনৈতিক চাপের কারণে যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইসলামে পরিবারকে একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

وَمِنۡ اٰيٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡكُنُوۡۤا اِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُمۡ مَّوَدَّةً وَّرَحۡمَةً ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ۝

" তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর ভেতর নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা রূম, ৩০:২১)

যৌথ পরিবারের সুবিধা হলো সামাজিক সহায়তা, অভিজ্ঞতা আদানপ্রদান, এবং সন্তান লালন-পালনের জন্য সঠিক পরিবেশ ইত্যাদি। এগুলো একক পরিবারে সীমিত হয়ে আসে। ফলে শহুরে মুসলিম পরিবারগুলোতে আত্মকেন্দ্রিকতা ও মানসিক বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা দেখা দেয়।

নারীর পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকার পরিবর্তন

পশ্চিমা নারীবাদ ও শিক্ষাব্যবস্থা নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে ভুল বার্তা দেয়। যার ফলে মুসলিম নারীর পারিবারিক ভূমিকা পরিবর্তিত হচ্ছে। অধিকাংশ সময় দেখা যায় তারা নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে স্বাধীনতার নামে নিজেদের হুমকি ও অনিরাপত্তার মুখে ফেলে বাহিরে বের হন। পরিবার ও মাতৃত্বের দায়িত্বে খুব কম সময় দিতে পারেন।

ইসলামে নারীর স্বাধীনতা স্বীকৃত, কিন্তু তা পারিবারিক দায়িত্বের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُمْ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ

"আমি তোমাদের মধ্যে কোন আমলকারীর কর্মফল নষ্ট করবো না। তা সে পুরুষ হোক বা নারী।"
(সূরা আল-ইমরান, ৩:১৯৫)

ইসলাম নারীর সত্তা,সম্মান, শিক্ষা,কাজ,উপার্জন, মতামত, সম্পদ,ইবাদত এসব ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে পরিবার, সুরক্ষা,ও দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে।

সুতরাং, নারীর সামাজিক অংশগ্রহণ বাড়লেও পারিবারিক দায়িত্ব ও নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ধর্মীয় চেতনার প্রতি মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব, বস্তুবাদী জীবনদর্শন এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যস্ততার কারণে আধুনিক মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে এক ধরনের ধর্মীয় উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষিত ও শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে নামাজ, কুরআন অধ্যয়ন, ইবাদত ও আল্লাহর সাথে আত্মিক সংযোগের চর্চা ক্রমশ কমে আসছে। ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনের কেন্দ্রবিন্দু না ভেবে অনেকেই তা শুধু আনুষ্ঠানিকতা বা সামাজিক পরিচয়ের অংশ হিসেবে দেখছে। যা একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে এ ধরনের প্রবণতার বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন—

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
"যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে দেয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"
(সূরা হুদ, ১১:১৯)

ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি শুধু ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে না; এটি ধীরে ধীরে পরিবার ও সমাজে নৈতিক অধঃপতনের পথও প্রশস্ত করে। যখন মানুষ ঈমান, তাকওয়া, সততা, সহমর্মিতা, পারিবারিক বন্ধন ও নৈতিক শৃঙ্খলাকে গৌণ মনে করতে শুরু করে। তখন সংঘাত,

হতাশা, ভোগবাদ, অনৈতিকতা ও মানসিক অস্থিরতা বেড়ে যায়। এমন মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন পরিবার ও সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়।

ধর্মীয় চেতনার পুনরুজ্জীবন তাই শুধু আধ্যাত্মিক প্রয়োজনই নয়; এটি একটি সুস্থ, সুরক্ষিত ও নৈতিক সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত। ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া, ইবাদতের প্রতি আন্তরিকতা ফিরিয়ে আনা এবং পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করাই এই পরিবর্তন প্রতিরোধের মূল উপায় হতে পারে।

মূল্যবোধ ও রীতিনীতির পরিবর্তন

আধুনিক পশ্চিমা বস্তুবাদী ও উদারবাদী জীবনধারা ক্রমশ মুসলিম পারিবারিক মূল্যবোধকে প্রভাবিত করছে। এর ফলে শিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক আচরণ, বিবাহ ও সম্পর্কের গুরুত্বায়ন সবকিছুতেই দৃশ্যমান পরিবর্তন অনুভূত হচ্ছে। অনেক পরিবারেই ধর্মীয় আদর্শের জায়গায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যা এবং ভোগবাদ জায়গা করে নিচ্ছে।

ইসলাম পরিবারকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে এবং শিশুদের সঠিক লালন-পালন, নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। কুরআনে আল্লাহ তাআ'লা সতর্ক করে বলেন,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য পরিবার ও সন্তানরা পরীক্ষা।"
(সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪:১৫)

যখন পরিবারে মূল্যবোধের এই স্বাভাবিক ধারাটি বিচ্যুত হতে থাকে, তখন সমাজে অসঙ্গতি, নৈতিক বিভ্রান্তি এবং প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বড়রা ও ছোটদের মধ্যে বোঝাপড়া কমে যায়, সম্পর্ক দুরত্বে বাড়ে এবং একটি স্থায়ী অস্থিরতা তৈরি হয়।

ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ তাই সুস্থ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত। পরিবারে ইসলামী আদর্শভিত্তিক শিক্ষা, আচরণ ও পরিবেশ পুনর্গঠনই এই মূল্যবোধগত বিচ্যুতিকে রোধ করতে পারে।

বিবাহ ও তালাকের হার বৃদ্ধি

আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, ভোগবাদী মনোভাব এবং সামাজিক চাপ বৃদ্ধি, এসব মিলিয়ে মুসলিম সমাজে বিবাহ জীবনের স্থায়িত্ব কমে আসছে। একক পরিবারব্যবস্থা, নারীর আর্থিক স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অতিরিক্ত ধারণা এবং সম্পর্কের প্রতি কম প্রতিশ্রুতিশীল মনোভাবের কারণে তালাকের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক দম্পতি বিবাহকে দায়িত্বের বদলে একটি সাময়িক সম্পর্ক হিসেবে দেখে থাকেন। যা পরিবার প্রতিষ্ঠানকে গভীরভাবে দুর্বল করছে।

ইসলামে বিবাহ হলো একটি পবিত্র বন্ধন। যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা স্বীকৃত। আল্লাহ তাআ'লা দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে।"
(সূরা আল-বাকারা, ২:২২৮)

যখন বিবাহকে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা হয় না, তখন পরিবারে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি সচেতনতা, ধৈর্য, সহমর্মিতা এবং আল্লাহভীতি এই সকল গুণই বিবাহকে দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে।

সন্তান লালন-পালন ও মূল্যবোধের পরিবর্তন

আধুনিক পশ্চিমা প্রভাবের কারণে শিশুদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে "অতিরিক্ত স্বাধীনতা" এবং "স্বাভাবিক আচরণের নাম করে সবকিছু গ্রহণযোগ্য"। এমন প্রবণতা তৈরি হয়েছে। ফলে মুসলিম পরিবারে শৃঙ্খলা, আদর্শিক শিক্ষা এবং নৈতিক দিকনির্দেশনা অনেক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। বাবা-মায়ের নির্দেশনা কমে যাওয়ায় শিশুদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, সম্মানবোধ ও আধ্যাত্মিক সচেতনতা ক্ষীণ হয়ে যায়। এর ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নৈতিক অবক্ষয় এবং অসংগতি দেখা দেয়।

ইসলামে সন্তান লালন-পালন কেবল তাদের প্রয়োজন পূরণের কাজ নয়; বরং এটি একটি পবিত্র আমানত এবং নৈতিক–আধ্যাত্মিক দায়িত্ব। ইসলামী শিক্ষায় সন্তানের চরিত্রগঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

“কোনো পিতা তার সন্তানের জন্য উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভালো কিছু দান করতে পারে না।” (তিরমিজি, হাদিস: ১৯৫২)

সন্তানের হৃদয়ে আল্লাহভীতি, আদব, সত্যবাদীতা ধৈর্য, সম্মানবোধ, ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা পরিবার ও সমাজেরই দায়িত্ব। এসব গুণ শিশুদের সঠিক পথে পরিচালিত করবে, তাদের চিন্তা-চেতনা সুসংহত করবে এবং ভবিষ্যতে একটি নৈতিক ও দায়িত্বশীল প্রজন্ম গড়ে তুলবে।

প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব

পশ্চিমা জীবনধারা ও আধুনিক চিন্তাধারার প্রভাব মুসলিম সমাজে প্রজন্মের ব্যবধানকে আরও তীব্র করে তুলছে। বয়স্করা যেখানে ঐতিহ্য, পরিবারকেন্দ্রিকতা, নৈতিকতা ও ইসলামী মূল্যবোধে দৃঢ় থাকতে চান। সেখানে নতুন প্রজন্ম অনেক সময় ব্যক্তিস্বাধীনতা, আধুনিকতা ও প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। এই মতপার্থক্য বাবা-মা ও সন্তানের সম্পর্ককে দুর্বল করে এবং পরিবারের ভেতরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

কুরআনে আল্লাহ তাআ’লা পরস্পরের সাথে পরামর্শ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন,

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

"তোমরা কি করেই বা কুফর অবলম্বন করবে, যখন তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন? আর (আল্লাহর নীতি এই যে,) যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়কে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে, তাকে সরল পথ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়।" (সূরা আলে ইমরান, (৩:১০১)

প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব দূর করতে পারিবারিক সংলাপ, পারস্পরিক বোঝাপড়া, নৈতিক ও ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা অপরিহার্য। পরিবারে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ধৈর্যের পরিবেশ গড়ে উঠলে মতপার্থক্য সেতুবন্ধে পরিণত হয়, বিচ্ছেদে নয়।

ধর্মীয় অনুশাসনের শীথিলতা

পশ্চিমা সাংস্কৃতিক প্রভাব ও ব্যস্ত জীবনের কারণে অনেক মুসলিম পরিবারে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, যিকর ও ইবাদতের গুরুত্ব ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ধর্মীয় শৃঙ্খলার এই শিথিলতা পরিবারের আধ্যাত্মিক পরিবেশ দুর্বল করে দেয়। যখন পরিবারের ভিতরে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতের চর্চা কমে যায়, তখন সন্তানদের মধ্যেও ধর্মীয় চেতনা হ্রাস পায় এবং নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারকে সর্বোত্তমভাবে পরিচালনা করে।"

(তিরমিজি, হাদিস: ৩৮৯৫)

ধর্মীয় অনুশাসন দুর্বল হলে পরিবারে অবিশ্বাস, ভোগবাদ, হতাশা ও নৈতিক অসঙ্গতি বাড়ে; সমাজেও সৃষ্টি হয় অস্থিরতা। তাই ঘরে ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসলামী শিক্ষা-চর্চা বজায় রাখা পরিবার রক্ষার মূল চাবিকাঠি।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারে পশ্চিমা প্রভাব

বাংলাদেশে আধুনিকায়ন, বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যমের প্রভাবে পশ্চিমা জীবনধারার ছোঁয়া বিশেষভাবে শহুরে মুসলিম পরিবারে বেশি দেখা যায়। এর ফলে পারিবারিক কাঠামো, লিঙ্গভূমিকা ও ধর্মীয় চর্চায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

১. পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন

• যৌথ পরিবারের বদলে একক পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে।
• শহরে চাকরি, শিক্ষা ও ব্যস্ত জীবনধারার কারণে পরিবারগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে।
• এর প্রভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ধর্মীয় পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. নারীর সামাজিক অংশগ্রহণ

• নারীরা উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।
• তবে ব্যস্ত কর্মজীবনের কারণে অনেক পরিবারে সন্তান লালন-পালন, দাওয়াতি পরিবেশ ও ধর্মীয় শিক্ষা আগের মতো হয় না।
• পরিবার ও কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষা করা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ তাদের জন্য।

নারীরা শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আগের তুলনায় বেশি সক্রিয় হচ্ছে; সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২২ সালে নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ প্রায় ৪২% এর কাছাকাছি রেকর্ড করা হয়েছে (Labour Force Survey 2022 / BBS)। ঢাকার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ও সামাজিক স্তরে এই হার আলাদা হতে পারে।

৩. ধর্মীয় চেতনার পরিবর্তন

• নিয়মিত নামাজ, কুরআনের চর্চা ও পারিবারিক ইসলামি পরিবেশ অনেক পরিবারে কমে এসেছে।
• সামাজিক মাধ্যমে পশ্চিমা বিনোদন সংস্কৃতি সহজলভ্য হওয়ায় সন্তানদের ধর্মীয় অনুশীলনেও প্রভাব পরছে।
• পরিবারগুলোতে ইসলামী মূল্যবোধের পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সবকিছুর পরিবর্তন থেকে স্পষ্ট হয় যে, পশ্চিমা জীবনধারা শুধুমাত্র পোশাক বা আচরণেই নয় বরং পারিবারিক কাঠামো, সময় ব্যবস্থাপনা, এবং ধর্মীয় অভ্যাসেও প্রভাব ফেলছে।

মধ্যপ্রাচ্যের নগরভিত্তিক সমাজের পরিবর্তন

নগরায়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির কারণে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম পরিবারেও পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যে পরিবর্তন গুলো বেশি স্পষ্ট যেমন -

১. সন্তান লালন-পালনে প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি

• আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক স্কুল এবং স্যোশাল মিডিয়ার কারণে শিশু ও কিশোরদের মানসিকতা পশ্চিমা স্বাধীনতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তায় ঝুঁকে পরছে।

• অন্যদিকে অভিভাবকরা এখনও ঐতিহ্য, ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা এবং পরিবারের প্রতি আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেন।

• ফলে শিশুদের স্বাধীনতা বনাম অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণ এ দুইয়ের মধ্যে এক ধরনের নীরব সংঘাত দেখা যায়।

২. নারীদের সামাজিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি

• শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সরকারি নীতিমালা পরিবর্তনের ফলে নারীরা পূর্বের তুলনায় বেশি শিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে।

• গাড়ি চালানো, কর্মক্ষেত্র নির্বাচন, ব্যবসা পরিচালনা, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ অনেক দেশে এগুলো এখন সাধারণ বিষয়।

• ফলে পরিবারে নারীর ভূমিকার কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে ; সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি

• চাকরি, শহুরে জীবন, ব্যয়বহুল আবাসন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রবণতার কারণে নিউক্লিয়ার পরিবার দ্রুত বাড়ছে।

• বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশগুলোতে বিদেশি কর্মসংস্থান ও কর্মজীবী দম্পতিদের কারণে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান এই সীমিত কাঠামোই সাধারণ হয়ে উঠছে।

• যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রবাসজীবন, আধুনিক কর্মঘণ্টা এবং শহুরে চাপের কাছে টিকে থাকতে পারছে না।

৪. প্রযুক্তি-নির্ভর জীবনধারার প্রভাব

• স্মার্টফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বৈশ্বিক কনটেন্ট পরিবারিক যোগাযোগকে কমিয়ে দিচ্ছে।
• ঘরে বসেই বিনোদন ও শিক্ষা গ্রহণের কারণে পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক আলোচনা, ধর্মীয় মিলনমেলা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ আগের তুলনায় দুর্বল হচ্ছে।

তবে গ্রামীণ ও ঐতিহ্যবাহী অঞ্চলে পারিবারিক মূল্যবোধ তুলনামূলক অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

ইউরোপ-আমেরিকায় প্রবাসী মুসলিমদের পারিবারিক বাস্তবতা

ইউরোপ-আমেরিকায় প্রবাসী মুসলিমদের পারিবারিক জীবন অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। যার মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক সংঘাত, নতুন পরিবেশে নিজেদের পরিচয় ধরে রাখা এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ। এই পরিবারগুলো একদিকে যেমন নিজ দেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তেমনি অন্যদিকে তারা তাদের সন্তানদের নতুন সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেও সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়াটি প্রায়ই দুই প্রজন্মের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে।

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ

সাংস্কৃতিক সংঘাত: প্রবাসী মুসলিম পরিবারগুলো তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

পরিচয় সংকট: অনেক প্রবাসী পরিবার তাদের সন্তানদের মধ্যে দুটি সংস্কৃতির মধ্যে পরিচয় টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, যা অনেক সময় তাদের নিজস্ব পরিচয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ: অনেক মুসলিম পরিবার ইউরোপ ও আমেরিকায় ভালো জীবনযাপন, উন্নত শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য আসে। কিন্তু অর্থনৈতিক চাপ, কঠোর অভিবাসন নীতি, এবং সামাজিক বৈষম্য তাদের পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক

অভিভাবক ও সন্তান: বাবা-মা তাদের সন্তানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শেখানোর চেষ্টা করেন, অন্যদিকে সন্তানেরা নতুন সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধের প্রতি বেশি আগ্রহী থাকে।

পারিবারিক বন্ধন: পরিবারকে সুখে রাখতে এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করতে অনেক বাবা-মা কঠোর পরিশ্রম করে, যা তাদের পারিবারিক জীবন থেকে দূরে রাখে এবং সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অভিবাসী ও পরবর্তী প্রজন্ম: অভিবাসী প্রজন্মের চেয়ে পরবর্তী প্রজন্ম নতুন সমাজে বেশি স্বাভাবিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যা তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব তৈরি করতে পারে।

নতুন সমাজে অভিযোজন

শিক্ষা ও কর্মসংস্থান: অনেক পরিবার তাদের সন্তানদের উন্নত শিক্ষা ও ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে চায়, কিন্তু সামাজিক বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক চাপ অনেক সময় তাদের এই পরিকল্পনাকে বাধাগ্রস্ত করে।

ধর্মীয় চর্চা: পরিবারগুলো ধর্মীয় চর্চা, যেমন নামাজ, রোজা এবং হালাল খাবার গ্রহণ ইত্যাদি বজায় রাখার চেষ্টা করলেও নতুন সমাজে এসবের জন্য সঠিক পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি: অনেক মুসলিম পরিবার সামাজিক বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে নতুন সমাজে তাদের নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে সমস্যা অনুভব করে, যা তাদের পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও বিশ্লেষণ

পশ্চিমা আধুনিকতা ও বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক প্রবাহ মুসলিম পরিবারের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলছে।এ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবণতা দেখা যায়।

◇ পারিবারিক কাঠামো:

গবেষণায় দেখা গেছে, নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণে মুসলিম সমাজে যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে কাজের চাপ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারা যৌথ বাসস্থানকে সীমিত করছে।

◇ ধর্মীয় চর্চা:

আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যস্ত নগরজীবনের ফলে নামাজ, কুরআন পাঠ ও ধর্মীয় শিক্ষায় অংশগ্রহণ কিছু ক্ষেত্রে কমেছে। তবে অনলাইন ইসলামী শিক্ষা ও ডিজিটাল দাওয়াহ নতুনভাবে ধর্মীয় অনুশীলনে ভূমিকা রাখছে।

◇ নারীর ভূমিকা:

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারে তাদের ভূমিকা বৈচিত্র্যময় হয়েছে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন বাড়লেও পারিবারিক দায়িত্বের ভারসাম্য রক্ষা নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

◇ সন্তান লালন-পালন:

বিশ্বায়ন, মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে শিশু-কিশোরদের নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণে পরিবর্তন এসছে। পশ্চিমা কনটেন্টের সঙ্গে বেশি সংস্পর্শ তাদের পরিচয়বোধে প্রভাব ফেলে।

◇ প্রবাসী মুসলিম পরিবার:

- ইউরোপ-আমেরিকার প্রবাসী মুসলিমরা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ধরে রাখতে চেষ্টা করলেও সন্তানরা দ্রুত পশ্চিমা সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেয়। এতে পরিবারে প্রজন্মগত ব্যবধান ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়

বিশ্লেষণ

পশ্চিমা প্রভাব কিছু দিক দিয়ে সুবিধা প্রদান করলেও সন্তান লালন পালন, ধর্মীয় নৈতিকতা ও পারিবারিক ঐক্যের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ

১. পশ্চিমা সংস্কৃতি সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ দুটোই এনেছে।
২. শহুরে পরিবারগুলোতে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি, নারীর স্বাধীনতা বৃদ্ধি, এবং ধর্মীয় চেতনার শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়।
৩. প্রবাসী মুসলিম পরিবারেও প্রভাব কম নয়; তবে তারা চেষ্টা করছে ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা করতে।
৪. সন্তান লালন-পালন ও প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব মূল সমস্যা।

উপসংহার

পশ্চিমা সংস্কৃতি ও আধুনিকায়ন মুসলিম পরিবারের মধ্যে কিছু স্বাভাবিক সামাজিক পরিবর্তন এনেছে। যেমন প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিক্ষার অগ্রগতি। তবে ধর্মীয় চেতনা, পারিবারিক মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ ও সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখা যায়। তা স্বাভাবিক নয়। এগুলো মূলত পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব, মিডিয়ার প্রভাব এবং মূল্যবোধের সংঘাতের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে। তাই পরিবার ও সমাজে স্থায়ী নৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ইসলামী শিক্ষা, পারিবারিক বন্ধন ও সাংস্কৃতিক পরিচয় চর্চার অনেক বেশি প্রয়োজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুরআন ও হাদিসের আলোকে পরিবার গঠনের নির্দেশনা

মানব সমাজের ভিত্তি হলো পরিবার। স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র করে যা শুরু হয়, তা থেকে সমাজের অন্যান্য কাঠামো গড়ে ওঠে। মানব ইতিহাসে প্রথম পরিবার গঠিত হয় হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে। সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত পরিবার প্রথা মানব জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিদ্যমান।

পরিবার হলো সেই স্থান যেখানে দিনের কর্মক্লান্তি ও নানা দুঃখ-বেদনা থেকে মানুষের মন প্রশান্তি খোঁজে। পরিবারে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকলে মানব জীবন সুখময় হয়; অপরদিকে যদি কাঙ্ক্ষিত শান্তি না থাকে, জীবন হয়ে ওঠে বিষাদময়। এজন্য দরকার একটি আদর্শ পরিবার, যা মানুষের আরাম-আয়েশ, সুখ ও শান্তির কেন্দ্রস্থল।

পরিবার মূলত স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও দাদা-দাদী নিয়ে গঠিত। মানব জাতির প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে।

আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়া (আ.) কে নির্দেশ দেন:

يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ

“হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা চাও খুশীমনে খাও। কিন্তু তোমরা দু’জন এই গাছটির নিকটে যেয়ো না; তাহ’লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (সূরা বাক্বারাহ, ২:৩৫)

এই প্রথম পরিবারের মাধ্যমে মানব জাতি পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়া’লা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। তিনি তোমাদের এক মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক।” (সূরা আন-নিসা, ৪:১)

আল্লাহ তায়া’লা আরও বলেন:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا

“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার।” (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯:১৩)

সব নবী-রাসূলের জীবনেও পরিবার উপস্থিত ছিল।
আল্লাহ তায়া’লা বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“তোমার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি।” (সূরা আর-রা‘দ, ১৩:৩৮)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার পরিবারের জন্য দো‘আ করেছিলেন:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য থেকেও আপনার অনুগত একটি দল সৃষ্টি করুন। আর আমাদের হজ্জের নিয়মাবলী দেখান এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াময়।” (সূরা আল- বাক্বারাহ, ২:১২৮)

পরিবার কেবল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়; এটি আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক বিকাশের কেন্দ্র। কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুসারে পরিবার গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো:

১. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা, সম্মান ও সহমর্মিতা বজায় রাখা।

২. সন্তানদের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান।

৩. পারিবারিক শান্তি ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

৪. পরিবারকে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ :

১. স্বামী - স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্মান-শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন।

২. সন্তানদের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন।

৩. পরিবারে দ্বীন ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া।

পরিশেষে বলা যায়, আদর্শ পরিবার মানুষের সুখ-শান্তি, নৈতিকতা ও সামাজিক সংহতির মূল। কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা মেনে চললেই পরিবার হতে পারে সত্যিকারের শান্তি ও প্রেরণার কেন্দ্র।

ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও ইসলামি আদব-আখলাকের চর্চা

ইসলামে শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়; এটি চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নের মাধ্যম। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর বিধান সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নৈতিক জীবন যাপন করা শেখে।

কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"তুমি চিন্তা করো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কথা; এই চিন্তাই তোমাদের আল্লাহর দিকে নিয়ে যাবে।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯১)

প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ:

১. পরিবারে নিয়মিত কুরআন পাঠ, দোয়া ও নামাজের চর্চা নিশ্চিত করা।
২. শিশুদের ইসলামী নৈতিকতা ও আদব-আখলাক শেখানো।
৩. পরিবারে সৎ আচরণ, ধৈর্য ও সহমর্মিতা চর্চা করা।

সংস্কৃতির সাথে সমন্বয়ের সম্ভাবনা ও সীমা

পশ্চিমা সংস্কৃতির কিছু দিক গ্রহণযোগ্য যেমন- শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। তবে ইসলামী নৈতিকতা ও পারিবারিক মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখা অপরিহার্য।

আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ, ব্যবহার করলে নৈতিকভাবে সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পশ্চিমা জীবনধারার প্রভাবকে পরিবারের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালীকরণে করণীয়

পরিবারকে শক্তিশালী ও সুসংহত রাখতে ইসলামী দিকনির্দেশনা অনুসারে কিছু মূল পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়:

১. পারস্পরিক যোগাযোগ ও সময়: পরিবারকে নিয়মিত সময় দেওয়া।

২. সহায়তা ও সহযোগিতা: শিশু, স্বামী-স্ত্রী ও অভিভাবকরা একে অপরকে সহায়তা করবে।

৩. নেতৃত্ব ও দৃষ্টান্ত স্থাপন: অভিভাবকরা নিজের আচরণ ও শিক্ষা দিয়ে সঠিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

কুরআন এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়া’লা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।” (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬)

উপসংহার

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক এবং পারিবারিক সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবারকে ইসলামী নৈতিকতা, শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে সুসংহত করা সম্ভব। এটি পরিবারের শান্তি, সহযোগিতা এবং সুখের মূল চাবিকাঠি।

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণার সারমর্ম

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলিম পরিবারের কাঠামো, নারীর সামাজিক ভূমিকা এবং সন্তান লালন-পালন ও নৈতিকতায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রভাব বিশেষভাবে প্রবাসী ও শহুরে পরিবারে বেশি প্রতিফলিত হয়।

মূল অনুসন্ধান

১. পরিবারকে আল্লাহভীতি ও নৈতিকতার কেন্দ্র হিসেবে রক্ষা করা অপরিহার্য।

২. পশ্চিমা সভ্যতার কিছু দিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তবে তা ইসলামী নৈতিকতা ও আদর্শের সীমার মধ্যে থাকা উচিত।

৩. পরিবার ও প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব মোকাবেলায় সংলাপ ও পরামর্শ কার্যকরী।

নীতিগত সুপারিশ

১. ইসলামী শিক্ষার প্রসার: পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

২. পারিবারিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা: সন্তানদের উন্নত চরিত্র গঠন , নামাজ ও দোয়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা।

৩. প্রজন্মগত সংলাপ: অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যে বোঝাপড়া ও সংলাপ বৃদ্ধি করা।

৪. প্রযুক্তি ও পশ্চিমা সংস্কৃতির সীমাবদ্ধ গ্রহণ: প্রভাবিত দিকগুলো শুধুমাত্র ইতিবাচক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা।

ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা

১. মুসলিম পরিবারের উপর পশ্চিমা প্রভাবের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পর্যবেক্ষণ।

২.সন্তান লালন-পালনে ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিক শিক্ষার স্থায়িত্ব মূল্যায়ন।

৩. প্রবাসী মুসলিম পরিবারের সামাজিক ও নৈতিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ।

৪. পরিবার ও সমাজে ইসলামী শিক্ষার কার্যকারিতা মূল্যায়ন।